بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ চৈত্র ১৪২৫
২৫ মার্চ ২০১৯

বাণী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা বিশ্বের জঘন্যতম গণহত্যাগুলোর অন্যতম। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা"।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করতে থাকে। পূর্ব বাংলায় সৈন্য সমাবেশ করে। ২৫-এ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট-এর নামে গণহত্যার আদেশ দিয়ে গোপনে পাকিস্তানে চলে যায় ইয়াহিয়া খান। সেই রাত থেকে পরবর্তী ৯ মাসে পাকস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর- রাজকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী -এর সদস্যরা সারাদেশে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করে। সম্ভ্রমহানি করা হয় ২ লাখ মা-বোনের। লাখ লাখ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট করা হয়। বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা প্রায় ১ কোটি মানুষকে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই ২৫-এ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৭-এর ২০-এ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ ২৫-এ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়। এর আগে একই বছরের ১১ই মার্চ মহান জাতীয় সংসদে এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩ প্রণয়ন করেছিলেন। সেই আইনের আওতায় অনেকের বিচার সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদেব মুক্তি দেয় এবং বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার করে। খালেদা জিয়াও গণহত্যার দোসর নিজামী-মুজাহিদদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। এখনও তাদের সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করছে।

আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছে, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত থাকবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

গণহত্যা দিবসে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের শহিদ এবং নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

২৫-এ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন প্রকৃতার্থে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মাহুতির প্রতি জাতির চিরন্তন শ্রদ্ধার স্মারক এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমি গণহত্যা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা